122319 - রোযার কাযা পালন করার পূর্বে বলিম্বরে ফদিয়িা প্রদান করার হুকুম

প্রশ্ন

এক মহলিার ওপর রমযানরে কাযা রোযা এবং বলিম্বরে কারণে মসিকনিকে খাবার খাওয়ানো (ফদিয়িা) উভয়টি ওয়াজবি হয়ছে। এখন তনিি কি প্রতটিি রোযার জন্য প্রতদিনি খাওয়াবনে, নাকি সব রোযার কাযা পালন শষে করার পর সব দনিরে ফদিয়িা একবারে খাবার প্রদান করবনে?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

যে ব্যক্তি রমযানরে কাযা রোযা পালনে বলিম্ব করছে এবং এর মধ্যে পরবর্তী রমযান চলে এসছে, তার বধিান হলো: যদি এই বলিম্ব কোনো ওজররে কারণে হয় যমেন: অসুস্থতা, গর্ভধারণ বা স্তন্যদান ইত্যাদি, তবে তার ওপর শুধু কাযা পালন করা ওয়াজবি; অন্য কছিু নয়। কন্তিু যদি কোনো ওজর ছাড়া বলিম্ব করা হয়, তবে সে গুনাহগার হবে এবং তার ওপর কাযা আদায় করা আবশ্যক। কাযার পাশাপাশি তার উপর ফদিয়িা দওেয়া ওয়াজবি হবে কনিা? এ বষিয়ে ওলামাদরে মধ্যে মতভদে রয়ছে। জুমহুর বা অধকিাংশ আলমেরে মত, ফদিয়িা প্রদান করা আবশ্যক। আর তা হলো প্রতি দনিরে বনিমিয়ে একজন মসিকনিকে খাবার খাওয়ানো। আমরা ইতপিূর্বে 26865 নং প্রশ্নোত্তরে উল্লখে করছে যি, অগ্রগণ্য মতানুযায়ী ফদিয়িা ওয়াজবি নয়। তবে কউে যদি সতর্কতা হসিবেে তা প্রদান কর, তবে তা উত্তম।

যারা ফদিয়িা ওয়াজবি বলনে, তাদরে মত— পরবর্তী রমযান শুরু হওয়ার সাথে সাথইে এই ফদিয়িা ব্যক্তরি জম্মিায় অবধারতি হয়ে যায়। ফলে তনিি চাইলে তখনই তা প্রদান করতে পারনে। আবার কাযা রোযা পালনরে সাথে সাথওে দতিে পারনে। তবে জম্মিামুক্ত হওয়ার জন্য দ্রুত প্রদান করাই উত্তম।

'আল-মাওসূআতুল ফকিহয়িাহ' (২৮/৭৬)-এ বলা হয়ছে:

"রমযানরে কাযা রোযা বলিম্বে আদায় করার অবকাশ আছ। কন্তিু জুমহুর ওলামাগণরে মত, এই অবকাশ পরবর্তী রমযান আসার আগে কাযা পালন ছুটে না যাওয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। এর দললি হলো আয়শো (রাঃ)-এর হাদসি, তনিি বলনে: 'আমার ওপর রমযানরে রোযা বাকি থাকত। আমি শাবান মাস ছাড়া এ রোযা আদায় করতে পারতাম না; নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে কারণ।' ঠকি যমেনভাবে এক ওয়াক্তরে নামায দ্বতিীয় ওয়াক্তরে নামায আসার আগে আদায় করে নতিে হয়।

জুমহুর আলমেদরে মত, আয়শো (রাঃ) এর পূর্বোক্ত হাদসিরে কারণে কোনো ওজর ছাড়া এক রমযানরে কাযা পরবর্তী রমযান পর্যন্ত বলিম্ব করা জায়জে নয়; গুনাহরে কাজ। যদি কউে এমনটি করে তবে তাকে ফদিয়িা দতিে হবে: প্রতটিি দনিরে জন্য একজন মসিকনিকে খাবার খাওয়ানো। কারণ ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনে ওমর (রাঃ) এবং আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি হয়ছেে য, তারা ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলছেনে যার ওপর রোযা বাকি ছলি কন্তিু সে তা আদায় করার আগইে পরবর্তী রমযান চলে এসছে: 'সে কাযা পালন করবে এবং প্রতি দনিরে বদলে একজন মসিকনিকে খাওয়াব।' এই ফদিয়িা (খাবার খাওয়ানো) হলো বলিম্ব করার কারণ... এবং এটি কাযা পালনরে আগ, সাথে বা পর— য কোনো সময় প্রদান করা জায়জে।"[সমাপ্ত]

হাম্বলী মাযহাবরে ইমাম আল-মরিদাওয়ি (রহঃ) বলছেনে:

"কাফফারা হসিবে যা জায়জে, তা-ই ফদিয়িা হসিবে খাওয়াব। কাযা রোযা রাখার আগ, সাথে বা পরে খাবার খাওয়ানো জায়জে। ইমাম মাজদ (ইবনে তাইময়িাহর দাদা) বলছেনে: আমাদরে মতে এটি দ্রুত প্রদান করা উত্তম; যাতে কল্যাণরে দকিে দ্রুত ধাবতি হওয়া যায় এবং বলিম্ব করার আপদ থকেে মুক্তি পাওয়া যায়।"[আল-ইনসাফ: ৩/৩৩৩]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।